আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা
১৯৯৪

(ফেব্রুয়ারী ৯, ১৯৯৫ বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত)

৮ম খণ্ড- বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫শে কার্তিক, ১৪০১ বাং/৯ই নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং

এস, আর, ও, নং ৩২০-আইন/ ৯৪ ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ৪৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ঃ–** এই প্রবিধানমালা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় –**

(ক) "আইন" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন);

(খ) "ফরম" অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত কোন ফরম;

(গ) "লাইসেন্স" অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ঃ–** (১) অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী ফরম - ১এ এবং বিদেশী নিবন্ধিত কোম্পানী ফরম - ২ তে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের ধারা ৪ (২) এর অধীনে আবেদন করিয়া থাকিলে এই উপ-প্রবিধানের অধীনে নূতনভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদন করার প্রয়োজন হইবে না এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই প্রবিধানমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) বা উহার শর্তাংশে উল্লিখিত আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে, প্রবিধান ৪ এ উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করিবে এবং আইন ও এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোন শর্ত উক্ত লাইসেন্সে আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাসঙ্গিক যে কোন তথ্য বা দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে আবেদনকারী বাধ্য থাকিবে।

৪। **লাইসেন্স প্রদানের জন্য বিবেচ্য বিষয় ঃ–** লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন লাইসেন্স প্রদান করিবে না, যথা ঃ

(ক) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে বা অন্য কোন দেশে একটি পাবলিক কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে এবং উহার সংঘ-স্মারক অর্থায়ন ব্যবসা অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(খ) বিদ্যমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উহার ৩ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশীট এবং লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে সক্ষম;

(গ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশার বিস্তারিত বিবরণী এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিশ্রুত (Subscribed) এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ, এবং বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে উহার প্রধান নির্বাহীর নাম, ঠিকানা ও আর্থিক অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঘ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিশোধিত মূলধন, বা যৌথ ভাবে উক্ত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল, এর পরিমাণ ১০ (দশ) কোটি টাকা অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট দায় এর ৬ শতাংশ এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী তাহার সমান হইতে হইবে, এবং বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহাকে বাংলাদেশে একই পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে;

(ঙ) জনস্বার্থ।

৫। **তরল সম্পদ ঃ–** প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার মোট দায়-এর অন্ততঃ শতকরা ১০ (দশ) এর সমপরিমাণ তরল সম্পদ সর্বদা সংরক্ষণ করিবে।

৬। **সংরক্ষিত তহবিল ঃ–** (১) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রত্যেক কোম্পানী সর্বদা প্রবিধান ৪ (ঘ)- তে উল্লিখিত ন্যূনতম অর্থ বজায় রাখিবে এবং উহা এতদুদ্দেশ্যে একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে; এবং উহার শেয়ার প্রিমিয়াম একাউন্টে রক্ষিত অর্থ, যদি থাকে, ও উক্ত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থের মোট পরিমাণ যদি পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তবে উক্ত কোম্পানী, উহার লাভ-ক্ষতির হিসাবে প্রদর্শিত মুনাফার ভিত্তিতে কোন লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্বেই, উক্ত মুনাফার অন্ততঃ ২০% অর্থ সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তর করিবে, এবং

সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ও পরিশোধিত মূলধন যৌথভাবে যে পর্যন্ত উক্ত প্রবিধানে নির্ধারিত পরিমাণের সমান না হয় সে পর্যন্ত উক্ত রূপে স্থানান্তর করিতে থাকিবে।

(২) বিদেশে নিবন্ধিত প্রত্যেক কোম্পানী লাইসেন্স প্রাপ্তির পর ১০ (দশ) কোটি টাকা বা উহার দায় এর ৬% এই দুইয়ের মধ্যে যাহা বেশী উহার সমান অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত তহবিল আকারে বাংলাদেশে সংরক্ষণ করিবে।

৭। **শাখা স্থাপন** ঃ– কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন নূতন শাখা স্থাপন করিতে চাহিলে বা উহার কোন শাখার স্থান পরিবর্তন করিতে চাহিলে উহা ফরম-৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আবেদন করিবে এবং আইনের ধারা ৪ (৩) এবং প্রবিধান ৪ এর বিধানাবলীর নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে লিখিতভাবে আদেশ দ্বারা উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিবে।

ফরম -১

[আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান -৩ (১)-দ্রষ্টব্য] বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত কোম্পানী কর্তৃক অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের আবেদনপত্র

মহাব্যবস্থাপক,
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
বাংলাদেশ ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

১। আবেদনকারী কোম্পানীর নাম ঃ

২। নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ

৩। কোম্পানীর প্রকৃতি (পাবলিক/প্রাইভেট) ঃ

৪। নিবন্ধনের তারিখ ঃ
(নিবন্ধন সনদ দাখিল করুন)

৫। ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) পরিচালকদের নাম, ঠিকানা, ব্যবসা, শেয়ার ও পেশার বিবরণ।

(খ) প্রস্তাবিত মুখ্য/নির্বাহী কর্মকর্তার নাম, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স ও বেতন, ভাতা।

৬। মূলধন কাঠামো ঃ

(ক) অনুমোদিত মূলধন ঃ

(খ) পরিশোধিত মূলধন ঃ

(গ) সংরক্ষিত তহবিল ঃ

৭। কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস
অব এসোসিয়েশন (দাখিল করুন)।

৮। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য, (যদি থাকে)
উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(   )

.... কোম্পানীর পক্ষে।

ফরম-২

[আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বিদেশে নিবন্ধনকৃত কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশে অর্থায়ন ব্যবসা পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের আবেদনপত্র

মহাব্যবস্থাপক,
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
বাংলাদেশ ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশে আর্থিক ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান, ... অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

১। আবেদনকারী কোম্পানীর নাম ঃ

২। নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ

৩। কোম্পানীর প্রকৃতি (পাবলিক/প্রাইভেট) ঃ

৪। নিবন্ধনের তারিখ ঃ
(নিবন্ধন সনদ দাখিল করুন)।

৫। যেই দেশে কোম্পানী নিবন্ধনকৃত ঃ

৬। বাংলাদেশে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

৭। **ব্যবস্থাপনা ঃ**
বাংলাদেশস্থ প্রধান নির্বাহী/প্রস্তাবিত প্রধান নির্বাহী এর নাম, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রদেয়/ প্রস্তাবিত বেতন, ভাতা।

৮। বাংলাদেশে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ঃ

৯। মেরোরেণ্ডাম ও আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন (দাখিল করুন)।

১০। অন্য যে কোন তথ্য (যদি থাকে) ঃ

উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং এতদসহ দাখিলকৃত কাগজাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

আপনার বিশ্বস্ত,

( )

.... কোম্পানীর পক্ষে।

ফরম-৩

[আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান ৭ দ্রষ্টব্য]

নূতন শাখা খোলা বা বর্তমান শাখা স্থানান্তরের জন্য আবেদনপত্র

মহাব্যবস্থাপক,
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
বাংলাদেশ ব্যাংক,
প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ এর প্রবিধান, ... অনুযায়ী নূতন শাখা খোলা বা বর্তমান শাখা স্থানান্তরের জন্য আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

১। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। বিদ্যমান শাখার সংখ্যা ঃ

৩। অলাভজনক শাখার সংখ্যা ঃ

শাখার নাম	শাখা খোলার তারিখ	বিগত বছরে ক্ষতির পরিমাণ	গৃহীত ঋণ	প্রদত্ত ঋণ	মন্তব্য

৪। **প্রস্তাবিত নূতন শাখার বিবরণ ঃ**

(ক) অবস্থান ঃ

(খ) শাখা খোলার যৌক্তিকতা ঃ

- প্রস্তাবিত শাখার এরিয়া অব অপারেশন বা এলাকার মোট জনসংখ্যা ঃ
- উক্ত এলাকার প্রধান ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (পরিসংখ্যানসহ) ঃ
- উক্ত এলাকায় বিদ্যমান ব্যবসায়িক সুবিধা (নিকটবর্তী, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখার অবস্থান) ঃ
- শাখা খোলার পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে ঋণ গ্রহণ/ প্রদানের সম্ভাবনা ঃ

৫। বিদ্যমান শাখা স্থানান্তর ঃ

(ক) বর্তমান ঠিকানা ঃ

(খ) শাখা স্থানান্তরের প্রস্তাবিত ঠিকানা ঃ

(গ) শাখা স্থানান্তরের যৌক্তিকতা ঃ

– স্থানান্তরিত শাখার এলাকার মোট জনসংখ্যা ঃ

– উক্ত এলাকার প্রধান ব্যবসা, বাণিজ্য ও কর্মকাণ্ড ঃ

– উক্ত এলাকার বিদ্যমান অর্থায়ন ব্যবসার সুবিধা (নিকটবর্তী অন্যান্য ব্যাংক এর শাখার অবস্থান)।

৬। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো** ঃ

– অনুমোদিত মূলধন ঃ

– পরিশোধিত মূলধন ঃ

৭। **প্রারম্ভিক ব্যয় ঃ**

৮। **অন্যান্য তথ্য যদি থাকে ঃ**

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

আপনার বিশ্বস্ত,

(   )

.... কোম্পানীর পক্ষে।

বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের আদেশক্রমে,

মো ঃ নজরুল হুদা

মহাব্যবস্থাপক